আখেরাতের প্রস্তুতি

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

আখেরাতের প্রস্তুতি

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

আখেরাতের প্রস্তুতি
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
প্রাক্তন এমপি

প্রকাশনায়
আল ইসলাহ্ প্রকাশনী
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

প্রথম প্রকাশ
মে ২০০২ ইং

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২.০০ টাকা মাত্র

পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭-৩৫৫৬২৮, ০১৯-৩৪৭২৭৪

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আকাবা প্রিন্টার্স
মগবাজার
ঢাকা- ১২১৭

Akherater Prostuti by Prof. Mujibur Rahman
Al-Islah Prokasoni, Mohishal Bari, Godagari, Rajshahi, Bangladesh. Price: 12.00 Taka Only

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا

"তাদের উচিত কম হাসা এবং বেশী কাঁদা।" (তাওবা-৮২)

يَقَوْمِ إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ
وَّإِنَّ الْأٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۔

হে আমার জাতি! এ দুনিয়ার জীবন তো কয়েক দিনের মাত্র। চিরকাল অবস্থান তো পরকালে। (মু'মেন-৩৯)

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

কখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই বলতে পারি না। যাওয়ার আগে আমার এমন কিছু প্রস্তুতি নেয়া দরকার যাতে আখেরাতে গিয়ে অনুশোচনা করতে না হয়। আখেরাতের চেতনা না থাকা অবস্থাকে হযরত হানজালা (রাঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) মুনাফেকীর সাথে বিবেচনা করতেন। এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শুনে তাদেরকে বললেন ঃ "যদি তোমরা সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকতে তাহলে ফেরেস্তাগণ তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মোশাফাহা (করমর্দন) করত।" (মুসলিম- রিয়াদুস সালেহীন ১৫২ নং হাদীস)

দীর্ঘদিন ধরে আখেরাতের প্রস্তুতি বিষয়ক একটি পুস্তিকা লিখার ইচ্ছা মনের মধ্যে সুপ্ত ছিল। আল্লাহর মেহেরবাণীতে ১৪২২ হিজরীর রমজানের শেষ দশকে এমন ধরনের একটা সুযোগ লাভ করতে পারায় আল্লাহ তায়ালার লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ্, রব্বানা লাকাল হামদু হামদান কাসিরান অইয়েবান মুবারাকান ফিহ্।

কুরআন মজীদ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আখেরাতের স্মরণে হৃদয় দুরু দুরু করে কাঁপে। আযাবের আয়াত পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে পানি বের হয়। আবার জান্নাতের সুখ সামগ্রির আয়াত পড়ে মনের কোনে আশার সঞ্চার হয়। আল্লাহর রহমত ও তার মাগফিরাত সংক্রান্ত আয়াত পড়ে মনে বড় আশা জেগে উঠে। আশা ও আশংকার মধ্য দিয়েই এমনিভাবে জীবন কেটে যাচ্ছে। তবে মনে বড় ভয় যে, অখেরতের সফর অনেক লম্বা কিন্তু সেই তুলনায় পাথেয় সংগ্রহ সম্ভব হল না।

আলোচ্য পুস্তিকায় ঐ সব বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে যা আখেরাতের জীবনে গিয়ে কাজে লাগবে। প্রস্তুতি যদি হয় মজবুত তাহলে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য যোগ হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করা সহজ হবে।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে আখেরাতের পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করে তাঁর রাহমাত পাবার তাওফিক দিন। আমীন॥

মুহররম
১৪২৩ হিজরী

মুজিবুর রহমান
সাবেক এম.পি

পাঠক-পাঠিকার খেদমতে

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়ে আপনাদের খেদমতে "শেষ কথা" মনে করে কয়েকটি কথা পেশ করছি। কথাগুলো লিখার সময় মন মগজ হাত পা চোখ মুখ কান সব সচল আছে, বিধায় কলম ও চালু আছে, আপনাদের উদ্দেশ্যে লিখতে পারছি (সেই আল্লাহর শুকর, আলহামদুল্লিাহ,যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন (اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) । কিন্তু এমন এক সময় পাঠক পাঠিকা এ কথা গুলো পড়বেন যখন এ হাত আর চলবে না, চোখ আর দেখবে না, নাক আর নিঃশ্বাস নিতে পারবে না, তখন হয়ত বা লিখক হিসাবে কাগজের পাতায় অস্তিত্ব থাকবে কিন্তু 'দেহ' নামক এ বস্তুটির অস্তিত্ব থাকবে না। সেই দিনগুলোর জন্য যখন আমি থাকব না এ কয়েকটি আপীল রেখে যাচ্ছি। আগামী দিনের সম্ভাব্য পাঠক পাঠিকা দয়া করে যদি এ আপীলগুলো বিবেচনা করেন যে এ মুনাজাত শুধু আমার মুনাজাত নয় এটি প্রতিটি পাঠক পাঠিকার তাহলে লিখাটি সার্থক মনে করব ঃ

এক) ইয়া রাব্বুল আলামীন ! জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজকে জানা অজানা অনেক গুনাহ চোখের সামনে ভাসছে। হে আমার হায়াত মউতের মালিক আল্লাহ, আমার গুনাহর চেয়ে তোমার রাহমাত যে অনেক অনেক বেশী। তুমি কি তোমার এই অসহায় অনুতপ্ত বান্দাহর গুনাহ মাফ করতে পার না ? তুমি তো অবশ্যই পারো, তুমি তো ঘোষণা দিয়েছ ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا হে আমার পরোয়ার দিগার আল্লাহ্ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর সেই সাথে পাঠক পাঠিকাকেও ক্ষমা করে দাও। আর আমাদেরকে তোমার রাহ্‌মাতের ছায়ায় স্থান দিও।

দুই) হে আমার আল্লাহ, পিতামাতার খেদমত করতে তুমিই হুকুম দিয়েছিলে। কিন্তু একজন আদর্শ সন্তান হিসেবে যে ভাবে পিতামাতার খেদমত করতে বলেছিলে তা তো করতে পারি নি। পিতামাতাকে এত কষ্ট দিয়েছি যে পিতামাতার যথার্থ খেদমত করতে না পেরে নিজেকে অপরাধী মনে করছি।

তোমার রাসুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন পিতামাতা সন্তুষ্ট হলে তুমি সন্তুষ্ট হবে। হে আমার রব, হৃদয় নিঃসৃত অনুভূতিসহ অশ্রুসিক্ত জবান দিয়ে বলছি তোমার রহম দ্বারা আমার পিতামাতাকে তুমি সন্তুষ্ট করে দাও, যাতে আমিও তোমার সন্তুষ্টি পেতে পারি।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

তিন) হে আমার রব, তুমি তো জান ব্যস্ততার কারণে আমার দায়িত্ব পালনের যে হক আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের প্রতি ছিল তা আমি পালন করতে পারি নি। তাদেরকে যে ইলম, যে চরিত্র, যে সহায় সম্বল দিয়ে যাবার কথা ছিল তার কোন কিছুই ভালমত করতে পারি নি। এ সব চিন্তা করে নিজেকে বড় অসহায় ও অপরাধী মনে করছি। জানি না কিভাবে তুমি আমাকে তোমার প্রিয়জনদের কাতারে সামিল করবে। হে আল্লাহ তুমিতো তাদের অভিভাবক হয়ে এ অভাব পূরণ করে দিতে পারো। হে আমার মহান মনিব, মেহেরবানী করে আমার ছেড়ে যাওয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ নিকটাত্মীয়দেরকে তুমি হেফাজত করো ..... আমাকে মাফ করে দাও। তাদের মনে শান্তনা দিয়ে তাদেরকে এমন আমল করার তৌফিক দিও যাতে জান্নাতে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত হয় এবং এ দোয়া করার তৌফিক দিও -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ

"হে আল্লাহ তাকে মাফ করে দাও তাকে রহম করো।"

চার) ইয়া রাব্বুল আলামীন, দীর্ঘদিন একই সাথে চলাফেরা করেছি যে সমস্ত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সহকর্মী দের সাথে তাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে মন তো চায় না, কিন্তু তোমার ডাকে হাজির হচ্ছি। হে আল্লাহ তুমি ঐ সমস্ত মায়ামহব্বতের আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব সহকর্মীদের এমন ঈমান ও ভাল আমল করার তৌফিক দাও যাতে দুনিয়ায় যেভাবে একসাথে ছিলাম আখেরাতে জান্নাতে গিয়েও একই সাথে থাকতে পারি। তাদের মনে এ অবস্থা সৃষ্টি করে দাও যখন তোমার কাছে দোয়া করবে যেন সেই দোয়াতে আমিও সামিল থাকি তোমার মাগফেরাত ও রাহমাত যেন পেতে পারি। আমীন॥

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বাণী

(১) আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল একজন আরোহী যে গাছের ছায়ায় কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয় অতঃপর গাছটিকে ছেড়ে চলে যায়। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

(২) "আমি একদিন পরিতৃপ্ত ও আরেকদিন অভূক্ত থাকতে চাই। (আহমাদ, তিরমিযী- আবু উমামা রাঃ)

(৩) "তোমরা ঢেকুর কম কর।" (তিরমিযী)

(৪) কিয়ামতের দিন নিয়ামত সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রশ্ন হবে ঃ

(ক) আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দিই নি ?

(খ) আমি কি তোমাকে ঠান্ডা পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করি নি ? (তিরমিযী- আবু হুরায়রা রাঃ)

(৫) এক ব্যক্তি এক দীনার রেখে মারা গেলে রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা একটা পোড়া দাগ (كَيَّةٌ)। আর একজন দুই দীনার রেখে মারা গেলে বললেন ইহা দুটি পোড়া দাগ (كَيَّتَانِ)। (আহমাদ, বায়হাকী- আবু উমামা রাঃ)

(৬) وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لاَّ عَقْلَ لَهُ

"দুনিয়ায় সেই ব্যক্তিই মাল সঞ্চয় করে যার আকল বা বুদ্ধি নেই।' (আহমাদ, বায়হাকী- আয়েশা রাঃ)

(৭) كُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الاٰخِرَةِ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا

তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়োনা (আবু নোয়াইম শাদ্দাদ রাঃ)

সূচীপত্র

❒ হিসাব নিকটবর্তী তবুও ঘুমন্ত	৯
❒ অনুশোচনা নয়-প্রস্তুতি	১১
❒ মৃত্যু চিন্তা	১২
❒ ভাল ধারণা নিয়ে মৃত্যু	১৪
❒ এস্তেগফারে আল্লাহ খুশী	১৪
❒ দীনের পাঁচ স্তম্ভ মজবুত রাখা	১৬
❒ শহীদী মৃত্যুর তামান্না	১৭
❒ ধৈর্য ধারণকারীই আখেরাতে সফল	১৭
❒ বান্দাহর হক সম্পর্কে সাবধান	১৮
❒ অগ্রিম বিদায়ী বৈঠক	২১
❒ ইসলামী জ্ঞান অর্জন	২২
❒ সংগঠনে প্রবেশ	২৩
❒ অর্থ সম্পদ কুরবানী	২৩
❒ দাওয়াত সাদকায়ে জারীয়া	২৫
❒ পরিবারে ভয় ভীতির জীবন	২৭
❒ রাতের নামাজে কাঁদুন	২৭
❒ মিশকীনকে খাবার পৌছান	২৯
❒ টাকা নয়, নেকী	২৯
❒ কবরের সাথী কে হবে ?	৩০
❒ কুরআন ও রোজা সুপারিশকারী	৩১
❒ আখেরাতের জন্য আগেই পাঠিয়ে দিন	৩২
❒ সবই সাক্ষী দিবে	৩৩
❒ মৃত্যু ও কবরের আজাব থেকে মুক্তি চাওয়া	৩৪
❒ কারো চাপে গুনাহর কাজ না করা	৩৫
❒ ওয়াদা ভংগের কাফফারা	৩৫
❒ কিয়ামতের প্রথম হিসাব	৩৬
❒ মাফ করে দাও, মাফ চাও	৩৬
❒ ছোট বড় সব আমল রেকর্ড হচ্ছে	৩৬
❒ দৌড়াও আল্লাহর দিকে	৩৭
❒ বুকের খবর আল্লাহ রাখেন	৩৮
❒ ওয়ারিশদের অসিয়ত আগেই করুন	৩৯
❒ ঋণ থেকে সাবধান	৪০
❒ আখেরাতের প্রথম ঘাঁটি কবর	৪০
❒ কবরস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করুন	৪১
❒ নেকীর ছিদ্র বন্ধ করুন	৪১
❒ বেশী বেশী বলতে থাকুন	৪২

আখেরাতের প্রস্তুতি

হিসাব নিকটবর্তী তবুও ঘুমন্ত

আল্লাহ সুবহানাহু অ তায়ালার সতর্কবাণী ঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُعْرِضُوْنَ .

লোকদের হিসাব-নিকাসের সময় খুবই নিকটে এসে গেছে অখচ এখনো তারা গাফলাতের মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে আছে। (আম্বিয়া-১)

প্রতিটি নিশ্বাসে আমরা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হচ্ছি। শ্বাস- প্রশ্বাস যেন একটি করাত যার সাহায্যে মানুষের জীবনকে কেটে ফেলার কাজ চলছে। মানুষ বুঝতে পারুক আর না পারুক একাজ অনবরত প্রতিটি মুহুর্তে চলছে। যখন বাতাস গ্রহণের কৌটা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক শেষ হয়ে যাবে তখন আর নিশ্বাস গ্রহন করা যাবেনা। প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত আমাদেরকে এভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় করার কাজে নিয়োজিত। আল্লাহর কাছে ফিরে যাবার চেতনা ও পেরেশানি সৃষ্টি করাই হচ্ছে এ সবের লক্ষ্য।

সূরা ইনশিকাক এর ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে -

يَا اَيُّهَا الاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلقِيْه .

"হে মানুষ তুমি তীব্র আকর্ষণে নিজের রবের দিকে চলে যাচ্ছ এবং তার সাথেই সাক্ষাত করবে।"

কুরআন মজিদের বেশ কয়েকটি যায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু অ তায়ালা প্রায় একই ভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَيَسْتَقْدِمُوْنَ

"যখন কারো নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়ে যায় তখন এক মুহুর্ত আগে অথবা এক মুহুর্ত পরে বিলম্ব হয় না।" (সূরা ইউনুস-৪৯)

অতএব যখন চলেই যেতে হচ্ছে তখন আসুন কিভাবে যাত্রা ভাল করা যায় কিভাবে পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া যায় সে চিন্তা করি।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত

إِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَاحِسَابٌ وَغَدًاحِسَابٌ وَلَاعَمَلٌ

"আজকের দিনে আমল করার সুযোগ আছে হিসাব নেয়ার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আগামীকাল শুধু হিসাব আর হিসাব দিতে হবে আমল করতে চাইলেও সুযোগ দেয়া হবে না।" (মিশকাত)

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

وَاللّٰه لَا اَدْرِىْ وَاللّٰهِ لَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ .

(১) আল্লাহর কসম! আমি জানি না আমার সাথে (আখেরাতে) কি আচরন করা হবে, আর এটাও জানি না যে তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে, অথচ আমি হলাম আল্লাহর রাসুল! (বুখারী, উম্মুল আ'লা রাঃ)

(২) তিনি আরো বলেন, হিসাব নিকাশের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা কাঁদতে বেশী হাসতে কম। (বুখারী, আবু হুরায়রা রাঃ)

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

(৩) জাহান্নামের ন্যায় ভয়ংকর কোন জিনিষ আমি কখনও দেখিনি যা হতে পলায়নকারী ঘুমিয়ে আছে, আর জান্নাতের মত আনন্দদায়ক কোন জিনিষ দেখিনি যার অন্বেষণকারী ঘুমিয়ে রয়েছে। (তিরমিযী, আবু হুরায়রা রাঃ)

(৪) আসমানের মধ্যে চার আঙ্গুলী যায়গাও এমন নেই যেখানে ফেরেশতার কপাল সাজদারত নয়। আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে (১) হাসতে কম কাঁদতে বেশী (২) বিছানায় স্ত্রীদের সাথে উপভোগ বিলাসে লিপ্ত হতে না (৩) চীৎকার করে আল্লাহর আশ্রয় লাভের জন্য জংগলে চলে যেতে। এ কথা শুনে আবু যার (রাঃ) বলে উঠলেন হায়, আমি (মানুষ না হয়ে) যদি গাছ হতাম। (আহমাদ, তিরমিযী- আবু যার রাঃ)

অনুশোচনা নয়-প্রস্তুতি

বেঁচে থাকতে আমল এ পরিমাণ করা দরকার যাতে মরার পরে অনুতাপ করতে না হয়। বরং যে পরিমাণ চেষ্টা করা হয়েছে তা দেখে মনে খুশী অনুভব করা যায়। 'এটা করে আসলাম না কেন ? এটা করলে ভাল হত' এ জাতীয় প্রশ্ন যাতে আখেরাতে গিয়ে মনে না আসে। জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে লেনদেনের ক্ষেত্রে যাতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। কি করা উচিত তা এখনই ঠিক করতে হবে। অন্য কেউ এসে বলে দিবে না। নিজের কাজ নিজেই করতে হবে। শক্তির প্রভাবে অথবা অর্থের লোভ দেখিয়ে কোন কাজ আদায় করা হলে পরিনামে ঠকতে হবে। কারন শক্তি ও অর্থ কাল কিয়ামতে কোন কাজে আসবে না, এখানেই এ দুটোকে ভাল পথে কাজে লাগাতে হবে। যারা বিবেকবান তারা অর্থ ও শক্তিকে বিপদ মনে করে। এ দুটো মানুষকে দুনিয়ায় কিছু স্বাদ দিতে পারলেও আখেরাতে বেশীর ভাগ "liability" তে পরিণত হবে।

সময়ের কাজ সময়ে করলে পরে অনুশোচনা করতে হয় না। যথাসময়ে কাজ না করলে আখেরাতের আযাব দেখে অনুশোচনা করতে হবে। সূরা যুমার ৫৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَوْتَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِىْ كَرَّةً فَأَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ .

"কিংবা আযাব দেখে বলবে, আমাকে যদি আর একবার সুযোগ দেয়া হতো তাহলে আমিও নেক আমলকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।"

প্রস্তুতি গ্রহণ বলতে বুঝায় আখেরাতে যাবার পর সেখানে কি কি প্রয়োজন হবে তা আগেই জেনে নিয়ে সংগ্রহ করা। তাই প্রস্তুতি বলতে দু'টি কাজ বুঝায় ঃ

১। কুরআন হাদীস পড়ে জেনে নেয়া আখেরাতে কি কি দরকার হবে।

২। যা জানা গেল তা এখানেই সংগ্রহ করে নেয়া।

দুই রকমের আমল একটা আল্লাহর হকের সাথে হক্কুল্লাহ আর একটি বান্দাহর হকের সাথে হক্কুল ইবাদ। মুসলিম শরীফের একটি হাদিস থেকে জানা যায়

কোন ব্যক্তি আল্লাহর হক আদায় করে প্রচুর নেকী নিয়ে হাজির হলেও যদি মানুষের হক নষ্ট করে থাকে (গালি, মিথ্যা অপবাদ, অন্যায়ভাবে মাল ভক্ষণ, হত্যা, প্রহার ইত্যাদির মাধ্যমে) তাহলে সেখানে পরিশোধের কাজে নেকী শেষ হয়ে যাবে। এরপর পাওনাদারদের গুনাহ নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

মৃত্যু চিন্তা

যে কোন সময় মৃত্যু আসতে পারে। অতএব প্রস্তুতি কতটুকু হল তা সব সময় মিলিয়ে দেখতে হবে।

কথা বলার সময় কারো মনে আঘাত লাগল মনে হলে সাথে সাথে মাফ চেয়ে নিতে হবে। বলা যায় না এই ব্যক্তির সাথে আর কথা বলার সুযোগ নাও মিলতে পারে।

বাসা থেকে বের হবার সময় সালাম দিয়ে দোয়া চেয়ে বের হতে হবে - বলা তো যায় না এ বের হওয়াই হয়তো জীবনের শেষ বের হওয়া হয়ে যেতে পারে। নিচের হাদীসটি সামনে রেখেই এ স্পিরিট পাওয়া যায়।

اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلٰوتِكَ فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন সেই নামাজকে জীবনের শেষ নামাজ মনে করে পড়বে।

অর্থ সম্পদ ভাগ পাবার সময় অথবা মর্যাদা ভোগের সময় আখেরাতের কথা মনে করে অপরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমার ভাগ যদি অন্য ভাইকে দিই তাহলে আখেরাতের জন্য এই ভাগ আমার খাতে জমা হয়। নিজে আগে না খেয়ে অন্যকে আগে খেতে দেয়া, নিজে আগে না বসে অন্যকে বসতে দেয়া, নিজে আগে না শুয়ে অন্যকে শুয়ানোর ব্যবস্থা করা এ সব কিছু মৃত্যু চিন্তার ফসল হতে পারে। এ কথাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .

তারা নিজেরা অভাবের মধ্যে থেকেও অপরকে অগ্রাধিকার দেয়। (হাশর-৯)

তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে এসেছে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি

ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَالْمَوْتِ

"প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের নফস কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে।"

আমাদের অন্তরে যে মরিচা পড়ে গেছে তা দূর করার জন্য দুটি উপায়ের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন। তা হল কুরআনের যিকর ও মরনের চিন্তা। মৃত্যু চিন্তা মানুষকে বেশ কিছু কাজ করতে অথবা না করতে উৎসাহিত করে ঃ

(১) **গুণাহর কাজে ক্ষান্ত দেয়।**

(২) **নেকীর কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করে।**

(৩) **অন্যায় কাজের জন্য তওবা ও ইস্তেগফার করে।**

(৪) **সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়ার সুযোগ হয়।**

(৫) **ভাল কাজে দান খায়রাত করে।**

(৬) সাদকায়ে জারিয়া করার সুযোগ হয়।

(৭) মৃত্যু চিন্তা অসুবিধা দূর করে দেয়।

(৮) পাওনাদারের পাওনা (ঋন) পরিশোধ করা যায়।

(৯) নামাজ রোজাসহ বিভিন্ন এবাদাতে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

(১০) চোখের পানি দিয়ে মহান মাবুদের কাছে সব কথা বলা যায়।

হঠাৎ মৃত্যু হলে কোন কিছুই বলার সুযোগ হয় না সে জন্য হঠাৎ মৃত্যু থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ

"আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো, আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিলো।" (ফাতির-৩৭)

ভাল ধারনা নিয়ে মৃত্যু

আকীদা সহীহ্ রাখতে হবে। আল্লাহ্ সম্পর্কে যথাযথ সুন্দর ধারণা রাখতে হবে। ভাল ধারণা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

হযরত জাবের রাঃ থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "তোমাদের কেহ যেন আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ না করে না মরে। (মুসলিম)

আল্লাহ্ আমাকে মাফ করবেন এমন আশা নিয়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ কথা ছিল- "ইয়া রাফিকিল আ'লা, আল্লাহুম্মাগ ফিরলি" -হে সর্ব শ্রেষ্ঠ বন্ধু, আমাকে মাফ করো"।

এস্তেগফারে আল্লাহ্ খুশী

চোখের পানি ফেলে জীবনের কৃত পাপের ক্ষমা চাইতে হবে। প্রয়োজনে দশজন মিসকীনকে খাদ্য অথবা দশজন মিশকিনকে কাপড় প্রদান করে ওয়াদা ভংগের কাফফারা দিতে হবে। সম্ভব না হলে তিনটি রোজা রেখেও কাফফারার দায়িত্ব পালন করতে হবে। অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে মাফ চাইতে হবে।

এ ব্যাপারে চোখের পানি বের করা সমস্যা হলে মিশকীন খাওয়ানো ও ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানোর পরামর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে।

যেহেতু আল্লাহ্ আমাদেরকে কম হাসতে ও বেশী কাঁদতে বলেছেন- তাই হাসির পরিমাণ এখন থেকে কমাতে হবে। কান্নার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। দাদা-দাদী থেকে শুরু করে বন্ধু বান্ধব যারা এক সাথে ছিলেন এখন আর নেই তাদের কথা স্মরণে এনে চোখের পানি বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। আল্লাহ্র কাছে চোখের পানির মত মূল্যবান বস্তু বান্দাহ্র আর কিছু হতে পারে না। এ যেন ঐ রকম ব্যাপার যে দুনিয়ার সমস্ত পানি দিয়ে জাহান্নামের আগুন না নিভলেও বান্দাহ্র এক ফোটা চোখের পানিতে জাহান্নামের আগুন নিভে যায়। কৃত অপরাধের জন্য তওবা ইস্তেগফার খুবই জরুরী। কিয়ামতের দিনে তার জন্যই আনন্দ হবে যার আমলনামায় বেশী ইস্তেগফার পাওয়া যাবে। প্রকৃত পক্ষে যারা খাঁটিভাবে তওবা করবে তার অবস্থা হবে ঐ রকম যার কোন গুনাহ নেই।

শেষ রাতে যখন মোরগের আওয়াজ শুনবে তখনই উঠে আল্লাহ্র কাছে চাইবে।

কারণ ঐ সময় আল্লাহ দোয়া কবুল করেন। ঐ সময় ফেরেশতারা খুঁজে ফিরে কারা আল্লাহকে ডাকছে। ফেরেশতা দেখেই মোরগ আওয়াজ করে ডাক দেয়। প্রতি শেষ রাতে আল্লাহ নিম্নের আসমানে নেমে আসেন আর তিনটি ডাক দেন

(১) কে আছো এমন যে অসংখ্য গুনাহ করেছো এখন আমার কাছে চাও আমি তোমার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিব।

(২) কে আছো এমন যে অসুস্থ হয়ে আছ কোন চিকিৎসাই তোমাকে সুস্থ করতে পারছে না। এখন আমার কাছে চাও আমি তোমাকে সুস্থ করে দিবো।

(৩) কে আছো এমন অভাবী, অভাব পূরণ হচ্ছে না অভাবের কারণে কষ্ট দূর হচ্ছে না। এখন আমার কাছে চাও আমি তোমার রিজিক পূর্ণ করে দিব। আল্লাহর এ ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের গুনাহ খাতা মাফ করিয়ে নিয়ে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

যারা তওবা ইস্তেগফার করে তারাই উত্তম বান্দাহ। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দৈনিক ৭০ বার, কোন হাদীসে ১০০ বার ইস্তেগফার চাইতেন বলে উল্লেখ আছে। যাঁর কোন গুনাহ ছিল না, অগ্রপশ্চাত যার গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে তিনি যদি দৈনিক ৭০ থেকে ১০০ বার গুনাহ মাফ চাইতে পারেন তাহলে আমাদেরকে আরো বেশী গুনাহ মাফ চাইতে হবে।

গুনাহ মাফ চাইলে আল্লাহ এত বেশী খুশী হন যা একটা উদাহরণ দিয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। কোন এক মরুভূমিতে একজন উটের আরোহী ক্লান্ত হবার পর বিশ্রাম নিচ্ছিল। এ সময় তার ঘুম ধরে যায়। কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর জেগে উঠে দেখে তার উট আর নেই। উট খোঁজা শুরু হল। উট পাওয়া গেল না। দুশ্চিন্তা আর মৃত্যু চিন্তা তাকে কাহিল করতে লাগল। কারণ উটের পিঠেই ছিল খাদ্য ও পানীয়। মরুভূমিতে খাবার জন্য কোন কিছু পাবার অথবা পিপাসার জন্য পানি খাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে দুশ্চিন্তা ও মৃত্যু চিন্তা নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর তার ঘুম ভেংগে যায়। ঘুম ভাংগার সাথে সাথে দেখতে পায় যে তার উট খাদ্য পানি পিঠে নিয়ে পূর্বের মত পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটি এত বেশী খুশী হল যে ভাষা হারিয়ে ফেলল। আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানানোর জন্য আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেলল اَنْتَ عَبْدِىْ وَاَنَا رَبُّكَ

" তুমি আমার বান্দাহ। আমি তোমার রব।"

আসলে তো বলতে চেয়ে ছিল أَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ তুমি আমার রব আমি তোমার বান্দাহ। এ রকমই খুশী হন আল্লাহ, যখন বান্দা অনুতপ্ত হয়ে আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা চায়। তাই এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আখেরাতের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।

দীনের পাঁচ স্তম্ভ মজবুত রাখা

কালেমা নামাজ রোজা হজ্জ যাকাত-ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ। উক্ত পাঁচটি স্তম্ভ ঠিক রেখেই ইসলামের প্রাসাদ বিনির্মান করতে হবে। খুটী দুর্বল হলে প্রাসাদও দুর্বল হয়ে যাবে। তাই নামাজ রোজা হজ্জ যাকাতসহ আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার এর কাজে সক্রিয় হতে হবে।

মালের যাকাত হিসাব করে পরিশোধ করতে হবে। অনুমানে যাকাত দিলে সে যাকাত আদায় হবে না। হিসেব করে যাকাত বের করতে হবে।

আল্লাহর পথে মাল খরচ করে নিজের মালের পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে হবে। কারণ যে টাকা আল্লাহর পথে খরচ করা হয় সেটি নিজের মালে পরিণত হয়। আর বাকী টাকা ওয়ারিশের জন্য থেকে যায়। তাই নিজের মালের পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে হবে। যাতে আখেরাতে গিয়ে হা হুতাশ করতে না হয়। আল্লাহর কাছে গিয়ে যাতে বলা না লাগে ঃ

لَوْلَا اَخَّرْتَنِىْ اِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ -

"হে আল্লাহ! আমাকে আর একবার দুনিয়ায় অবকাশ দিলে না কেন তাহলে বেশী করে তোমার পথে খরচ করে সৎ বান্দা হিসেবে ফিরে আসতে পারতাম।" (সূরা মুনাফেকুন-১৩)

হজ্জ করার সামর্থ থাকলে এখনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়ত করে হজ্জ করে ফেলতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যার কাবা ঘর যাতায়াত করার সামর্থ হল কিন্তু হজ্জ করল না এ অবস্থায় মারা গেলে সে হয় ইহুদী অথবা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। তাই কাল বিলম্ব না করে হজ্জ করে

আখেরাতের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। হজ্জের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন কবুল করা হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম থেকে হযরত আবু হুরায়রা রাঃ বর্ণনা করেছেন।

ইহুদী ও নাসারা হবার সতর্কবাণীর হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আলী রাঃ তিরমিযী শরীফ থেকে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ পৌছার পথ খরচের মালিক হয়েছে অথচ হজ্জ করে নাই সে ইহুদী-নাসারা হয়ে মরুক তাতে কিছু আসে যায় না।"

শহীদী মৃত্যুর তামান্না

সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি আখেরাতের জন্য হবে যদি শহীদ হবার কামনা নিয়ে জিহাদে শরীক হওয়া যায়। আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ করা ফরজ। এ ফরজ পালন করার সাথে সাথে শহীদ হবার সুযোগ হলে এর চেয়ে মহান প্রস্তুতি আর হতে পারে না। শহীদ হতে পারলে সবকিছু মাফ হয়ে যাবে শুধু ঋণ ছাড়া। এ জন্য জিহাদের সাথে শাহাদাতের তামান্না আখেরাতের প্রস্তুতিকে মজবুত করে দেয়। শহীদ হবার ইচ্ছাকে আল্লাহ তায়ালা শহীদের মর্যাদা পাওয়ার উপায় করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ-

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ.

সাহল ইবনে হুনায়ফ রাঃ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি খালেস নিয়াতে শাহাদাত চায় তার মৃত্যু বিছানায় হলেও আল্লাহ তাকে শহীদের আবাসস্থলে পৌছিয়ে দেন (অর্থাৎ শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন)। (মিশকাত)

ধৈর্য ধারণকারীই আখেরাতে সফল

সবর এর প্রতিদান জান্নাত। এ জন্য জীবনের যে কোন দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনা চিন্তা দুশ্চিন্তা সব কিছুকে সহ্য করে নিতে হবে। যে কোন কষ্ট দুঃখের বিনিময়ে

আল্লাহ্ পাক বান্দাহর গোনাহ্ মাফ করে দেন। এমনকি পায়ে একটা কাঁটা বিধলেও তার বিনিময়ে গোনাহ্ মাফ করা হয়।

আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য যে কোন বিপদাপদকে মেনে নেয়ার মত শক্ত মন তৈরী করে নিতে হবে।

যেহেতু জান্নাত পরিবেষ্টিত আছে দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনা দ্বারা, তাই এগুলো সহ্য করে নিয়েই জান্নাতে যেতে হবে। আর যেহেতু জাহান্নাম লোভ লালসা কামনা দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে তাই এগুলোর ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না। কারণ এগুলোর কাছে গেলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার আশংকা একশত ভাগ। তাই লোভ লালসা কামনা বাসনা থেকে দূরে থেকে প্রয়োজনে দুঃখ কষ্টের পথ বেছে নিতে হতে পারে। এমন প্রস্তুতি থাকলেই আখেরাতের সফলতা অর্জন সম্ভব।

বান্দাহর হক সম্পর্কে সাবধান!

আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য যাদের সাথে কথা বলে জান্নাতের রাস্তা নিস্কন্টক করে নিতে হবে এখানে তার কিছু আলোকপাত করা হল।

মাতা-পিতার হক আদায় করে নিতে হবে। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ভর করছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টির উপর। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির উপর নির্ভর করছে।

যেহেতু আল্লাহর হক আদায় করার পর মায়ের হক আদায়ের জন্য তিনবার উল্লেখ আছে তাই মাকে যে কোন মূল্যে খুশী রাখতে হবে। মায়ের খেদমত করে তার খুশী আদায় করে নিতে হবে। মায়ের কাছে মাফ চেয়ে নিতে হবে। এখন থেকে মায়ের জন্য খাদ্য দ্রব্য, মিষ্টি, ফলমূল, কাপড়-চোপড় ও প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়মিত দেয়ার জন্য নিশ্চিত উদ্যোগ নিতে হবে।

চাকুরী নিতে হলে যেমন কর্তৃপক্ষকে খুশী করার জন্য ধরণা দেয়া হয় অনেক উপঢৌকনের ব্যবস্থা করা হয় মাকে খুশী করার জন্য তার চেয়েও বেশী তৎপর হতে হবে। মনে রাখতে হবে এটা আমার ঠেকা। এটা না হলে আমার আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে।

পিতার-খেদমত একইভাবে করতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা মাতা-পিতার সম্মান করার জন্য বলেছেন ঃ

* কথা বলার সময় **বিরক্তিকর শব্দ 'উহ্' পর্যন্ত বলা যাবে না।**

وَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ

যে কথায় পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হয় এমন ধরনের কথা বলা যাবে না।

*** তাদেরকে ধমক দেয়া যাবে না।**

وَلاَ تَنْهَرْهُمَا

ধমক দেয়া যে কত বড় কষ্টের কারণ তা প্রায় সকলের জানা আছে।

* তাদের সাথে **সম্মানজনকভাবে কথা বলতে হবে।** অসম্মান হয় এমনভাবে কথা বলা যাবেনা।

وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا

মুখ দিয়ে কখনও তাদেরকে গালি দেয়া যাবে না। অন্যের মাতা-পিতাকেও গালি দেয়া যাবে না। কারণ অন্যের পিতামাতাকে গালি দিলে তারাও পিতা-মাতা তুলে গালি দিবে।

* তাদের সাথে **নম্রভাবে মাথানত করে কথা বলতে হবে।** নিজেকে অক্ষমের মত ছোট মনে করে তাদের সাথে কথা বলতে হবে।

وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

* তাদের জন্য **অনবরত দোয়া করতে থাকতে হবে** ঃ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا

হে আমার রব, যেমন করে আমার পিতা-মাতা আমাকে ছোট বেলায় লালন পালন করেছে তেমনি করে তাদের প্রতি তুমি রহম কর। (বনী ইসরাঈল-২৪)

সম্পদ নিয়ে মাতা-পিতার সাথে ঝগড়া বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ সন্তান যেমন পিতা-মাতার, সন্তানের সম্পদ ও তেমন পিতা-মাতার। তাই তাদের জন্য সবকিছু উজাড় করে দিয়েই আখেরাতের প্রস্তুতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি আল্লাহর

রাসূলের কাছে তার মাল তার পিতা নিয়ে নিচ্ছেন এ অভিযোগ করলে তিনি বললেন,

اَنْتَ وَمَالُكَ لاَبِيْكَ

"তুমিও তোমার পিতার, তোমার মালও তোমার পিতার"। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কথাটি সব সময় মনে রাখতে হবে। যে সম্পদ মাতা-পিতার উপকারে লাগল না, সে সম্পদ সন্তানের কামায় করার প্রয়োজন নাই।

* যে মা-বাপ, ভাই-বোন স্ত্রী পুত্র একান্তভাবেই নিজের, যাদের জন্য এ দুনিয়ায় অনেক কিছুই করে চলছি সেই মা-বাপ ভাই বোন আখেরাতের কঠিন জায়গায় একে অপরকে দেখে পালাবে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ

সেদিন ভাই, মাতা, পিতা, স্ত্রী, সন্তান সকলেই পালাবে। (আবাসা ৩৪-৩৬) কেউ কারো খোঁজ নিবে না। এমনও হতে পারে একজন অন্যজনের কারণে গোনাহ করেছিল। ফলে তার অপরাধের কথা জানতে পেরে এভাবে পালানোর চেষ্টা করবে। সন্তানের দাবীর মুখে পিতা অবৈধ অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, অথবা পিতার দাবী পূরণ করতে সন্তান অবৈধ অর্থ উপার্জন করেছিল। স্বামীর দাবীর কারণে স্ত্রী, অথবা স্ত্রীর আবদারের কারণে স্বামী অন্যায় কাজ করেছিল। বিচারের দিনে তাকে দোষী করে ফেলবে মনে করে এভাবে একে অপরের কাছ থেকে পালাতে থাকবে- এমন চিন্তা অস্বাভাবিক নয়।

তাই আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য ভায়ের সাথে আলাপ আলোচনা করে বিষয়টির নিষ্পত্তি এখানেই করা দরকার। কবে ডাক এসে যাবে হয়ত এ কাজ করার সময় পাওয়া যাবে না।

এমনিভাবে স্বামী স্ত্রীর মোয়ামেলাত, পিতা-পুত্রের মোয়ামেলাত, মাতা-পুত্রের মোয়ামেলাত এখানেই আলাপ আলোচনা করে শেষ করতে হবে। আখেরাতের জন্য রেখে দেয়া বোকামী ছাড়া কিছুই হবে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে নিয়ে একান্তে নিভৃতে কথা বলতে হবে। ধরে নিতে হবে আমি আগামীকাল

দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। কথাবার্তায় কাজ কামে, চলা ফিরায়, লেনদেনে, উঠা বসায় যেসব অন্যায় করেছি আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিন। আর আমার জন্য অন্তর থেকে দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ্ আমাকে মাফ করে দেন। চোখের পানিসহ তার কাছ থেকে মাফ ও দোয়া নিয়ে বিদায় হতে পারলেই আখেরাতের প্রস্তুতি হল ধরে নিতে হবে।

অগ্রিম বিদায়ী বৈঠক

পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি বিদায়ী বৈঠক করা আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য খুবই সহায়ক। উপস্থিত সকল সদস্যদের সামনে সূরা রাআদ এর ২২ ও ২ নম্বর আয়াত ও সুরা মুমেন এর ৮ নম্বর আয়াত আলোচনায় আনতে হবে। এখানে বলা হয়েছে "যারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, নামাজ কায়েম করে, যা দিয়েছি তা থেকে গোপনও প্রকাশ্যে খরচ করে খারাপের মুকাবিলা ভাল দিয়ে করে তারাই পরকালের ঘর জান্নাতে যাবে। বসবাস করার জন্য তারা বাগানে প্রবেশ করবে তাদের সাথে তাদের বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা প্রবেশ করবে আর ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে সালাম করতে আসবে।"

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সূরা রায়া'দ এর ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

সৎকর্মশীল বাপদাদা-স্বামী স্ত্রী ও সন্তানগণ একই জান্নাতে এক সাথে থাকতে পাবে। প্রশ্ন হচ্ছে সৎকর্মশীল হওয়া, যদি পরিবারের কোন সন্তান বা সদস্য সৎ কর্মশীল না হয় তাহলে আখেরাতে গিয়ে জান্নাতে এক সাথে থাকতে পাবে না।

সূরা মুমেন এর ৮ নম্বর আয়াতে প্রায় একইভাবে ফেরেশতারা দোয়া করবে তাদের ওয়াদাকৃত জান্নাতে প্রবেশ করাও।

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

তাদের বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল তাদেরকে (জান্নাতে প্রবেশ করাও), নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

শর্ত হচ্ছে সৎকর্মশীল হওয়া। যারা সৎ কর্মশীল হবে তাদের জন্যই এ শুভ

সংবাদ। সৎ কর্ম না করে মরলে আখেরাতে বাঁচা যাবে না। সৎ কর্ম না করলে নবীর ছেলেও রেহাই পায়নি। নূহ আলায়হিস সালাম এর ছেলে কেনান আল্লাহর উপর ঈমানও আনেনি। তাঁর হুকুমকে মেনেও চলেনি। ফলে প্লাবনের সময় কিস্তিতে যায়গা মিলেনি, দোয়া করেও কাজ হয়নি, ধ্বংস হয়ে গেছে। পিতার সামনে পুত্রের মৃত্যু হয়েছে পানি খেয়ে পেট ফুলে মরে গেছে- বাঁচতে পারে নি। লুত আলায়হিস সালাম এর স্ত্রী ও সৎকর্মশীল না হবার কারণে বাঁচতে পারেনি। চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَأَةَ نُوْحٍ وَامْرَأَةَ لُوْطٍ

এ ব্যাপারে সূরা তাহরীমের উক্ত ১০ নং আয়াতে নুহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও লুত আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদ্বয়ের উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। তারা সৎকর্মশীল না হবার কারণে নবীর স্ত্রী হয়েও রক্ষা পায় নি।

সৎকর্মশীল না হয়ে কেউ নিস্তার পায় নি। নবীর ছেলে হয়েও যখন নিস্তার পাওয়া যায়নি, নবীর স্ত্রী হয়েও যখন নিস্তার পাওয়া যায় নি তখন আমাদের সকলকেই ভাবতে হবে সৎকর্মশীল হওয়া ছাড়া নাজাত নেই।

ইসলামী জ্ঞান অর্জন

যতদিন কুরআন ও হাদীস আকড়িয়ে ধরবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না- মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য অনুযায়ী ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সৎকর্ম করার জন্য জ্ঞান অর্জন জরুরী।

প্রতিদিন কুরআন হাদীস অর্থসহ বুঝে পড়া সৎকর্মশীল হবার সর্বপ্রথম কাজ। এ কাজ করলেই আখেরাতের বিভিন্ন ষ্টেশন জানা যাবে এবং তার জন্য কি কি কাজ করতে হবে তাও বুঝা যাবে। বুঝার সাথে প্রস্তুতি নেয়াও সম্ভব হবে।

এক সাথে জান্নাতে যেতে চাইলে সবাইকে এ কাজ করতে হবে। আখেরাতে গিয়ে বাপ মা ভাই বোন সকলকে ছেড়ে একাই জাহান্নামে যাবার সিদ্ধান্ত নিলে ভিন্ন কথা। এক সাথে জান্নাতে বসবাস করতে চাইলে এ কাজ চালিয়ে যেতে হবে। খাবার গ্রহণ যেমন দেহের জন্য জরুরী, রুহের জন্য তেমনি কুরআন হাদীস অধ্যয়ন জরুরী।

সংগঠনে প্রবেশ

দ্বীন কায়েম তথা কুরআন সুন্নাহর হুকুম চালু করার জন্য আন্দোলন বা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দুনিয়াতে যত নবী রাসুল এসেছিলেন সবাই আল্লাহর আইন চালু করার জন্য আন্দোলন করে গেছেন। জান্নাতে যাবার জন্য একাজে শরীক শুধু নয়, সক্রিয়ভাবে কাজ করে যেতে হবে। এ জন্য লোক তৈরী ও জনমত গঠনের জন্য সংগঠিত উপয়ে চেষ্টা চালাতে হবে। সংগঠন ছাড়া ইসলাম হয় না, তাই সংগঠনের বিভিন্ন বৈঠকাদিতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করতে হবে। অন্যকেও তৈরী করার প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকতে হবে। কুরআন হাদীস আলোচনার বৈঠকে বসলে ফেরেশতার দোয়া পাওয়া যায়। ফেরেশতা বলে হে আল্লাহ তাকে মাফ করে দাও, তাকে রহম করো। পরিবারের সকলকেই এ দোয়া পাবার জন্য সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একটি হদীসে জানা যায়, যে ব্যক্তি মরে গেল অথচ জিহাদ করল না, এমনকি জিহাদের চিন্তাও তার মনের মধ্যে আসল না, তাহলে তার মৃত্যু মুনাফেকীর মৃত্যু।

অর্থ সম্পদ কুরবানী

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

فَاِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا اَخَّرَ-

(আল্লাহর পথে খরচ করে) যে অগ্রিম পাঠায় তাই তার নিজের সম্পদ। আর যা সে পিছনে রেখে যায় তাই তার ওয়ারিসের সম্পদ। (বুখারী আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাঃ)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার মাল তো উহাই যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ, যা তুমি পরিধান করে শেষ করেছ, আর যা তুমি দান সাদকা করে সঞ্চয় করেছ। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

فَآثِرُوْا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى -

ক্ষণস্থায়ী জিনিষের উপর স্থায়ী জিনিষের প্রধান্য দাও। (আহমাদ বায়হাকী)

টাকার গোলামদের সম্পর্কে বলেছেন,

لُعِنَ عَبْدُ الدُّنْيَا وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ-

টাকার গোলামদের প্রতি লানত (দিনার দিরহামের গোলাম)। (তিরমিযী, আবু হুরায়রা রাঃ)

সম্পদ রাখার হক কতটুকু সে সম্পর্কে বলেছেন ঃ আদম সন্তানদের জন্য বসাবাসের একখানা ঘর, লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য একখানা কাপড়, এক খণ্ড রুটি কিছু পানি ব্যতীত, আর কিছুই রাখার হক নেই। (তিরমিযী, উসমান রাঃ)

আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য নিয়মিত অর্থ কুরবানী করতে হবে.। মনে রাখতে হবে যে টাকা আল্লাহর পথে খরচ হচ্ছে সে টাকাই শুধু নিজের খাতে জমা হচ্ছে। বাকী টাকা ওয়ারীশের থেকে যাচ্ছে। তাই নিজের টাকা এখনই আখেরাতের ব্যাংকে সঞ্চয় করে নিতে হবে। দুনিয়ায় কষ্ট হলে আখেরাতে লাভ হবে এ ফরমুলায় এমন পরিমান অর্থ আল্লাহর পথে খরচ করতে হবে যাতে একটু কষ্ট টের পাওয়া যায়। এমন পরিমান দেয়া উচিৎ যাতে আর্থিক একটু টান ধরে ও টের পাওয়া যায়। তাহলেই কষ্ট হবে যার বিনিময়ে আখেরাতে লাভ পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে নবী ও সাহাবীদের মাল কুরবানীর ভূমিকাকে সামনে রাখতে হবে। একসাথে জান্নাতে যেতে চাইলে এ কাজে সারা জীবন সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে যেতে হবে।

একটু কষ্ট করেই এ পথে অগ্রসর হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সুরা নিসার ৭৪ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ

আল্লাহর পথে সংগ্রাম তাদেরই করা উচিত যারা দুনিয়ার জীবনের সুখ সুবিধাকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে। এ আয়াতের আলোকে বলা যায়, কিছু সুখ সুবিধা কুরবানী না রলে এ পথে চলা যাবে না। আল্লাহর পথে টাকা পয়সা খরচ করার অর্থই সুখ সুবিধা কুরবানী করা।

কৃপণতা ও দূর্ব্যবহার এ দুটি স্বভাব মুমিনের হতে পারে না। গরীব হলেও তার খরচ আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়। রাসুলুল্লাহ (সঃ) আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য সকলকে এখন থেকেই সচেতনভাবে আল্লাহর পথে খরচ করতে হবে।

প্রিয় নবী মহিলাদেরকে ঈদের খুতবায় বলেছিলেন ঃ “আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশী পরিমানে.দেখেছি। জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য তোমরা খরচ করো।” এ কথা শুনে মহিলারা টাকা পয়সা অলংকার দান করে নমুনা রেখে গেছেন।

হিসাব করে যাকাত বের করে দাও - কবরে চলে গেলে যাকাত বিহীন সম্পদ সাপে পরিণত হয়ে অনবরত দংশন করবে। মাল সম্পদ খাবে সন্তানেরা আর সাপের কামড় খাবে তুমি। এটা হতে পারে না।

দাওয়াত দান সাদকায়ে জারিয়া

আল্লাহর পথে দাওয়াত দান হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ। আল্লাহ্ পাকের ঘোষণাঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে, নিজে আমল করে ও ঘোষনা দেয় যে আমি মুসলমান (আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো হুকুম মানি না)- (হামীম সাজদা-৩৩)।

আখেরাতে প্রস্তুতির জন্য দাওয়াতী কাজটি খুবই সহায়ক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ دَلَّ عَلى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِه .

যে ব্যক্তি কাউকে কোন ভাল কজের দাওয়াত দিবে তিনি উক্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবেন। দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে কুরআনের পাঠক বানানো হলে সে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে যে সওয়াব লাভ করবে সমান পরিমাণ সওয়াব যিনি তাকে পাঠক বানাবেন তিনি লাভ করবেন। দায়ী বা আহবানকারী ব্যক্তি মারা গেলেও তার এ সওয়াব তিনি পেতে থাকবেন। এমনিভাবে কাউকে নামাজী বানানো, কাউকে আল্লাহর পথে খরচ কারী বানানো, কাউকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মী বানানোর কাজে একই ভাবে সওয়াব পাওয়া যাবে। আল্লাহর দববারে নেকীর কোন অভাব নেই। কারো নেকী কর্তন করে অন্যকে দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তার অসীম ভান্ডার থেকে সওয়াব দিতে থাকবেন। যিনি যত বেশী লোকের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে

পারবেন তিনি তত বেশী সওয়াব লাভ করতে থাকবেন। তার তত বেশী আখেরাতের মজবুত প্রস্তুতি হবে। আখেরাতের ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সব করতে চাইবে। এ প্রসঙ্গে সুরা মাআরিজ এর ১১ থেকে ১৪ আয়াত স্মরণ করলে গায়ের লোম শিহরিয়ে উঠে।

يُوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيْهِ وَمَنْ فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ .

সে দিনের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অপরাধী লোক তার সন্তান, স্ত্রী, ভাই, আশ্রয় দানকরী নিকটবর্তী পরিবারকে এমনকি পৃথিবীর অবস্থানরত সমস্ত লোককে বিনিময় দিয়ে দিতে চাইবে যেন তাকে আজাব থেকে নিস্কৃতি দেয়া হয়।

নিজের জান বাঁচানোর জন্য প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান-সন্ততি স্ত্রী, ভাই, আত্মীয় স্বজনকে বিনিময়ে দিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। কি ধরনের বিপদ হলে এমন লোমহর্ষক চিন্তা করা যায় তা কল্পনারও বহির্ভূত। আখেরাতের প্রস্তুতি যারা নিবে তাদের জন্য এ ধরণের বেকায়দা অবস্থার সৃষ্টি হবে না।

নিজের পরিবারে নিজেই দাওয়াতী কাজ করাও সাদকায়ে জারিয়া। দাওয়াতী কাজের এ সওয়াব আখেরাতে পাওয়া যাবে। আমার সন্তানকে অন্য কেউ এসে দাওয়াত দিয়ে নামাজী বানালে, কুরআনের পাঠক বানালে, আল্লাহর পথে মাল খরচকারী বানালে নেকী তো সেই দাওয়াত দানকারী ব্যক্তি পাবে। আমার পরিবারের সদস্যকে আমি যদি উল্লিখিত কাজগুলো করাতে পারি তবে সেটাই হবে আমার সফলতা। আখেরাতে এটিই আমার সাদকায়ে জারিয়া হবে। আমার অন্যান্য আমল বন্ধ হলেও দাওয়াতী কজের এ সাদকায়ে জারিয়া আমি পেতে থাকব।

আমার সম্পদ থেকেও এমনভাবে দান করতে পারি যা আখেরাতে কাজে লাগবে। মৃত্যুর আগেই এ কাজ সম্পন্ন করে ফেলতে হবে। করি করি করে হয়ত করা নাও হতে পারে। সেজন্য যত দ্রুত সম্ভব এখনই সম্পাদন করার কাজে লেগে যেতে হবে।

আমার দাওয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে, সে ব্যক্তি অপর কাউকে এমনিভাবে কিয়ামত পর্যন্ত দাওয়াতী কাজের প্রভাব চলতে থাকবে। সাদকায়ে জারিয়ার বড় ক্ষেত্র হচ্ছে দাওয়াত দান। আর সবচেয়ে সহজ পন্থায় দাওয়াতী কাজ পরিবারের সদস্যদের দিয়ে করা যায়। প্রতিদিন একসাথে খাওয়া দাওয়া চলাফিরা কথাবার্তা এসব কিছু দাওয়াতী কাজের টার্গেট করলে কাজটি সহজ হয়ে যায়।

পরিবারে ভয় ভীতির জীবন

পরিবারে আরাম আয়েশে মত্ত হয়ে জীবন যাপন করার প্রশ্নই আসে না একজন মুমিনের। আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য সর্বদা চিন্তা ও পেরেশানির সতর্কতা বাড়ীর সকলকেই ব্যস্ত রাখে। না জানি পরিবারের কোন সদস্য আখেরাতের প্রস্তুতির অভাবে বিপদ গ্রস্থ হয়ে যায়। সার্বক্ষণিক এ চিন্তায় তাদেরকে থাকতে হয়। আমাদের পরিবারের সদস্য এমন কোন কাজ করে না ফেলে যাতে আল্লাহর কাছে আমরা ধরা পড়ে যাই। নিজের পরিবার পরিজনের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করার কথা কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْ اَهْلِنَا مُشْفِقُوْنَ

তারা বলবে ইতিপূর্বে (দুনিয়ায়) নিজেদের ঘরের লোকেদের মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবন যাপন করতেছিলাম। (তুর-২৬)

যে পরিবার জান্নাতী হবে সে পরিবারের পক্ষে আনন্দে মত্ত হয়ে জীবন যাপন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আখেরাতের প্রস্তুতির লক্ষ্যে তারা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্থ জীবন যাপন করবে।

রাতের নামাজে কাঁদুন

যাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু আখেরাত তারা সকল সময় সাবধানতার জীবন যাপন করবে। সারাদিন পরিশ্রম করলেও সারারাত্রি বিছানায় অঘোরে ঘুমিয়ে থাকবে না। তাদের রাতের একটি অংশ দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতে যাবার প্রস্তুতির জন্য নির্ধারিত থাকে। রাতের বেশীর ভাগ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহান প্রভূর সাথে কথা বলে। দু চোখের পানি ফেলে কৃত অপরাধের মাফ চায়। দুনিয়ার জীবনে

তাঁর পথে চলার জন্য সাহায্য চায়। আল্লাহ তায়ালা নিজেই রাতে ঘুমানোর ব্যাপারে কথা বলেছেন। ফুরকান সুরায় ৬৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

- যারা তাদের রবের সামনে সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে থেকে রাত অতিবাহিত করত।

বায়হাকীর এক হাদীসে বলা হয়েছে বিছানা থেকে আলাদা রাখা পিঠ গুলোকে বিনা হিসেবে জান্নাত দেয়া হবে। আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য এর চেয়ে মোক্ষম সুযোগ আর কি হতে পারে ?

সুরা যারিয়া এর ১৭-১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন ঃ

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ-

তারা রাত্রিকালে খুব কম সময়ই শয়ন করত। তারাই রাতের শেষ প্রহরে (সেহরী খাবার সময়) ক্ষমা প্রার্থনা করত।

সূরা সাজদাতে প্রায় একই কথা বলা হয়েছে ঃ

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًاوَطَمَعًا

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে তারা তাদের রবকে ভয় ও আশা সহকারে ডাকে" (সাজদা-১৬)

আখেরাতের চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি সারারাত্রি নাক ডেকে ঘুমাতে পারে না। মৃত্যুর পরে মাটির নীচে কবরে ঘুমানোর জায়গা হবে তখন ঘুমানো যাবে। এখন আবাদ করার সময়। আখেরাতের জন্য দুনিয়াকে আবাদ করে যেতে হবে। তাই রাতের বেলা শুধু নিজেই চোখের পানি ফেলে কাঁদবে না, নিজের স্ত্রীকেও পানি ছিটা দিয়ে হলেও ঘুম থেকে উঠিয়ে নামাজে শরীক করবে। রাসূলুল্লাহ সল্লালাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

وَلاَ تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَانَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ -

অধিক হাসবে না, কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে। (আহমাদ, তিরমিযী)

মিসকিনকে খাবার পৌছান ;

হাশরের দিন আল্লাহ বলবেন আমি রোগে অজ্ঞান ছিলাম আমাকে সেবা করনি। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমাকে খেতে দাওনি, আমি পিপাসার্ত ছিলাম আমাকে পানি দাওনি। লোকেরা বলবে হে আল্লাহ কবে কোথায় তুমি অসুস্থ থেকে আমার কাছে গিয়েছিলে যে আমি সেবা করি নি ? জবাবে বলবেন আমার অমুক বান্দাহ অসুস্থ হয়েছিল তুমি যদি তাকে সেবা করতে তাহলে সেই সেবা আমাকেই সেবা করা হত। অমুক ক্ষুধার্ত লোক তোমার কাছে খেতে চেয়েছিল তুমি যদি তাকে খেতে দিতে, তাহলে তা আমাকেই খাওয়ানো হত। অমুক ব্যক্তি পিপাসার্ত হয়ে পানি চেয়েছিল তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তা হলে তা আমাকেই পান করানো হত। আল্লাহর বাণী ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْم

তাদের সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে। (যারিয়া-১৯)

জাহান্নামীরা জাহান্নামে পতিত হবার তিনটি কারণ বলবে ঃ (১) আমরা নামাজী ছিলাম না (২) আমরা মিসকীনকে খেতে দিতাম না (৩) ইসলামের দুষমনদের সাথে সাথে ইসলামের অপপ্রচার করতাম। তাই জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য নামাজ কায়েম, মিসকীন খাওয়ানোসহ অন্যান্য ভাল কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

টাকা নয়, নেকী

যে কয়দিন বেঁচে থাকতে হবে সে কয়দিনই টাকার দরকার হবে। মরে গেলে টাকার আর কোন দরকার হবে না। টাকা দরকার অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু নেকী দরকার অনন্ত কালের জন্য। দেখা যাচ্ছে টাকার চেয়ে নেকীর গুরুত্ব ও প্রয়োজন বেশী। লম্বা সময়ের জন্য নেকী দরকার। বুঝতে হবে লম্বা সময়ে যেটি দরকার সেটার পিছনেই বেশী শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হবে। যেটার দরকার যত বেশী হবে সেটির গুরুত্ব তত বেশী হবে - এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

মনে রাখতে হবে টাকা ও নেকী দুটোই কিন্তু উপার্জন করার একমাত্র সময় হচ্ছে এ দুনিয়ার জীবন। দুনিয়ায় যে কয়দিন বেঁচে আছি সে কয়দিনের মধ্যে টাকাও অর্জন করতে হবে নেকীও অর্জন করতে হবে। তাই টাকার পিছনে বেশী ঘুরে

সময় নষ্ট না করে, নেকীর পিছনে বেশী সময় ঘুরতে হবে। দুনিয়ায় টাকা চললেও আখেরাতে এটা অচল। টাকাকে নেকী অর্জনের হাতিয়ার বানাতে হবে। তাহলেই আশা করা যায় কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে কম গুরুত্ব দিয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে বেশী গুরুত্ব দেয়া যাবে।

কবরের সাথী কে হবে ?

দুনিয়াতে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রিয় ব্যক্তি হলেও কবরে যাবার সময় কাউকে সাথী হিসেবে পাওয়া যাবে না। এ এক বাস্তব অন্ধকার ঘর যে সব সময় ডাক দিয়ে বলে মাটির ভিতরে পোকামাকড়ের ঘরে আসার আগে প্রস্তুত হয়ে আস। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اُذْكُرُوْا هَاذِمَ اللَّذَّاتِ الْمَوْتَ فَانَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ اِلاَّ تَكَلَّمَ فَيَقُوْلُ اَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَاَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَاَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَاَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ-

তোমরা স্বাদ বিধ্বংসী মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ কর, প্রতিদিনই কবর নিজের ভাষায় এই কথা বলতে থাকে, (১) আমি অপরিচিত একটি ঘর (২) আমি একটি নিঃসঙ্গ একাকী ঘর (৩) আমি মাটির ঘর (৪) আমি পোকা মাকড়ের ঘর। - (তিরমিযী, আবু সাঈদ রাঃ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুরা হুদ, ওয়াকেয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতা সাআলুন, ইযাস শামসু কুব্বিরাত আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। (তিরমিযী, ইবনে আব্বাস রাঃ)

কবর পর্যন্ত তিনটি জিনিস সাথে যায়। দুটি জিনিষ ঘুরে চলে আসে। তৃতীয়টি থেকে যায়। তিনটি জিনিষ হল (১) আত্মীয়স্বজন (২) সম্পদ (৩) আমল।

উপরের প্রথম দুটি জিনিষ ঘুরে চলে আসে সাথে থাকে আমল। ভাল আমলকারী ভাল সাথী পেল, খারাপ আমলকারী খারাপ সাথী পেল। মিশকাত শরীফে হযরত আলী রাঃ এর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

فَاِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَعَمَلٌ

আজকের দিনে আমল করার সুযোগ আছে হিসেবের ব্যবস্থা নেই। আগামী দিন শুধু হিসাব আর হিসাব হবে আমল করার কোন সুযোগ দেয়া হবে না।

কবরের তিনটি প্রশ্ন প্রায় আমরা সকলেই জেনে আছি।

(১) মান রাব্বুকা ? তোমার বর কে ?

(২) মা দ্বীনুকা ? তোমার দ্বীন কি ?

(৩) মান নাবিয়্যুকা ? তোমার নবী কে ?

মুখস্থ করে রাখলে কি সারবে ? যদি কেউ এখনই মখুস্থ করে বলে

রাব্বি আল্লাহ, দ্বীনীল ইসলাম এবং নবীয়ি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আমার রব আল্লাহ, আমর দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহলে কি তার জীবনের নাজাত চলে আসবে? ঈমান ও আমল দুটি দ্বারা মুক্তি আসবে। তাই শুধু একটি দিয়ে নাজাত পাওয়া যাবে না। জেল খাটতে হবে। আগুনের জেল খাটার পর তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হতে পারে।

হাদীস শরীফে যে প্রশ্নটি সব শেষে করা হবে যেটি চতুর্থ প্রশ্ন হবে বলে বলা হয়েছে তা হল ঃ

তুমি কি ভাবে জানলে? كَيْفَ يُدْرِيْكَ

তখন জবাবে বলবে قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰه

আমি আল্লাহর কেতাব (কুরআন) পড়ে জানতে পেরেছি।

তাহলে আল্লাহর কিতাব পড়েই নাজাত পাওয়া যাবে। কুরআন ছাড়া নাজাত নেই। কবরেও কুরআন হয় পক্ষে না হয় বিপক্ষে কথা বলবে। পক্ষের দলীল হিসেবে পাওয়ার জন্য কুরআনকে এখনই সাথী বানাতে হবে।

কুরআন ও রোজা সুপারিশকারী

বিপদে পড়লে মানুষ বাঁচার জন্য অনেক কিছুই তালাশ করে। দুনিয়ার জেল খানায় কেউ আটক হলে দেশের চেয়ারম্যান, এম পি, মন্ত্রী ইত্যাদি সুপারিশকারীর সুপারিশ নিয়ে বের হবার চেষ্টা করে। কিন্তু আখেরাতের আদালতে কে সুপারিশ করবে ?

প্রচলিত ধারনায় পীর দরবেশ কে সুপারিশকারী মনে করা হয়। এটা সম্পূর্ণ শিরক ও বিদআত। কারণ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবেনা। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে সুপারিশ করা তো দূরের কথা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ মুখ খুলতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না।

لاَ يَتَكَلَّمُوْنَ الاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

রহমান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তারা কথা বলতে পারবে না। (নাবা-৩৮) সেদিন তো মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে, হাত, পা, চোখ, কান, চামড়া সাক্ষী দিবে এবং তারাই কথা বলবে। তাই নিজেই নিজেকে নিয়ে সেদিন সকলে চিন্তিত থাকবে। অন্যের দশা কি হল এটা মাথায় আসবে না। তবে কুরআন ও রোজা সুপারিশ করবে। কুরআন বলবে আমাকে সে ঘুম কামাই করে পড়েছে। তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর - আল্লাহ কুরআনের সুপারিশ কবুল করবেন। অনুরূপভাবে রোজার সুপারিশও আল্লাহ কবুল করবেন।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ

কুরআন হয় পক্ষের দলীল হবে নয় বিপক্ষের দলীল হবে।

পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চলার ও চালানোর জন্য। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর হুকুমের কেতাব। সবচেয়ে শক্তিশালী (Most Powerful) কেতাব। এ কেতাব মুখ খুলবে। আখেরাতের প্রতিটি ঘাটিতে কুরআনের সাথে দেখা হবে। কুরআন যদি হয় আপনার প্রিয় বন্ধু, পথের সাথী ও জীবনের সঙ্গী তাহলে সকল স্থানে তার সুপারিশ আপনার পক্ষে কাজে লাগবে।

আর যদি কুরআন থেকে বিমুখ থেকে থাকেন সকল স্থানে আপনার বিরুদ্ধে কুরআন কথা বলবে। ধ্বংশ থেকে বাঁচতে পারবেন না। তাই কুরআনকে বন্ধু বানান।

আখেরাতের জন্য আগেই পাঠিয়ে দিন

প্রত্যেক ব্যক্তির দেখা উচিত যে সে তার আখেরাতের জন্য আগে কি পাঠিয়েছে। সুরা হাশরে ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَادٍ

হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহকে ভয় কর। আর দেখ আগামীকালের জন্য (আখেরাতের জন্য) কি পাঠাচ্ছ। সুরা মুজ্জাম্মেল এর ২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ

তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম ভাল কাজ যা পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে ঠিকমতই পাবে। একজন সাহাবী তার বন্ধু আর এক সাহাবীর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে বসার কোন গদী ছিল না। এটা জানতে চাইলে তার বন্ধু তাকে জানালো আমার গদি আমার আসল বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি। যেখানে থাকতে পারব না সেখানে গদী করে লাভ কি ? যেখানে থাকতে পারব চিরদিন এবং থাকতে হবে সেখানেই গদীর দরকার। তাই সবই সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالَ بَنُوْ اٰدَمَ مَاخَلَفَ –

ফেরেশতাগন বলেন পরকালের জন্য অগ্রিম কি পাঠিয়েছে, মানুষেরা বলে সে কি রেখে গেছে। (বায়হাকী, আবু হুরায়রা রাঃ)

তিনি আরো বলেছেন ঃ হেদায়েতের আলো যার মধ্যে প্রবেশ করেছে তাকে চিনবার উপায় হলঃ

(১) প্রতারণার ঘর (দুনিয়ার ঘর) হতে দূরে সরে থাকা।

(২) চিরস্থায়ী ঘর (আখেরাতের ঘর) এর প্রতি ঝুকে পড়া।

(৩) মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। (বায়হাকী, ইবনে মাসুদ রাঃ)

সবই সাক্ষী দিবে

আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য যার যার সাথে সাক্ষাত হয়েছে সকলের নিকট থেকে যাতে ভাল সাক্ষী পাওয়া যায় সে জন্য এখনই ব্যবস্থা করতে হবে।

এমন কি রাস্তার সফর সংগী যদি আধা ঘন্টার জন্যও সাথে থাকে তাহলে তার হক সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। শরীরের অংগ প্রত্যংগ সহ দুনিয়ায় যা

কিছু আছে তারা সবাই আল্লাহর কাছে সাক্ষী দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এ যেন তার সেনাবাহিনী গেয়েন্দাবহিনী NSI, DFI, CID ইত্যাদি। সব রেকর্ড করা হচ্ছে তলব করা মাত্র হাজির করা হবে। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজিদে বলেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ

আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহর সেনাবাহিনী। (আল-ফাত্হ-৪)

মৃত্যু ও কবরের আজাব থেকে মুক্তি চাওয়া

মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অনেক কথা বলা হয়েছে। তার মধ্য থেকে জরুরী কয়েকটি কথা এখানে পেশ করা হল।

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ

আমি তোমাদের মাঝে মৃত্যুকে নির্ধারণ করেছি (ওয়াকেয়া-৬০)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ-

প্রত্যেক প্রাণীকে মরতে হবে অতঃপর তোমাদেরকে আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (আনকাবুত-৫৭)

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ .

মৃত্যু যাতনা চরম সত্য যা থেকে পালানো যাবে না। (ক্বাফ-১৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন কবরের আযাব থেকে মুক্তি চাইতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلّٰى صَلٰوةً اِلاَّ تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কোন দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-কে নামাজের পর কবরের আযাব থেকে মুক্তি না চাইতে দেখিনি।

বেঁচে থাকতেই প্রতি নামাজে কবরের আজাব দেখে মুক্তি চাওয়া আখেরাতের প্রস্তুতি হবে।

কারো চাপে গুনাহর কাজ না করা

পিতামাতা সন্তান সন্ততি, বন্ধু বান্ধব বা দলের খাতিরে কোন অন্যায় বা অবৈধ কাজ করা যাবে না।

কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে কেউ যখন কারো উপকারে আসবে না তখন একজন আরেকজনের জন্য কেন গুনাহ্ কামাই করতে যাবে ?

কুরআন বলছে ঃ

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা বা সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। (মুমতাহিনা-৩)

ব্যাংকে টাকা জমা করে যে সন্তানের জন্য বা যে স্ত্রীর জন্য রাখছি এ গুলোতো সব হিসাব নেয়া হবে এগুলো কোন উপকারে আসবে না। সবগুলো “Asset নয় liability" তে পরিণত হবে। এ গুলো দুনিয়ার ব্যাংক থেকে তুলে দানের মাধ্যমে আখেরাতের ব্যাংকে জমা করার চেষ্টা আখেরাতের প্রস্তুতিকে পূর্ণ করতে সাহায্য করবে।

ওয়াদা ভংগের কাফফারা

শপথ রক্ষা করা না হয়ে থাকলে কাফফারা দিয়ে মুক্ত হওয়া দরকার। শপথ ভাংগার কাফফারা হল ঃ

(১) দশ জন মিসকিনকে খেতে দাও, অথবা

(২) দশ জন মিসকিনকে পোশাক দাও, অথবা

(৩) তিনটি রোজা রাখ।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে আমানত রক্ষা করে না, তার ঈমান নেই এবং যে ওয়াদা পালন করে না তার দ্বীন নেই।” তাই ওয়াদা পালন করে দ্বীন রক্ষা করতে হবে।

কিয়ামতের প্রথম হিসাব

কিয়ামতে নামাজের হিসাব প্রথমেই হবে। যে নামাজের হিসাব দিতে পারবে অন্যান্য হিসাব তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। যে নামাজের হিসাব দিতে ব্যর্থ হয়ে

যাবে সে পরবর্তীতে সকল হিসেবেই ব্যর্থতার পরিচয় দিবে।

যদি ফরজ নামাজে ঘাটতি দেখা যায় তবে আল্লাহ্ বান্দাহর অন্য কোন নামাজ যেমন সুন্নাত নফল দ্বারা তা পূরণ করার জন্য ঘোষনা দিবেন। আরশের ছায়া প্রাপ্ত সাত শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী হবে যারা মসজিদের সাথে তাদের অন্তরকে ঝুলিয়ে - অর্থাৎ সব সময় নামাজের জন্য মসজিদের কথা স্মরণে রাখে।

ব্যক্তি পর্যায়েও নামাজ, রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও নামাজ চালূ করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য অন্যতম কাজ। আল্লাহর প্রতিবেশী তারাই যারা সমজিদ সমূহ আবাদ করত ও কুরআন তেলাওয়াত করত।

মাফ করে দাও, মাফ চাও

আল্লাহ্ বলেন সুরা আরাফের ১৯৯ আয়াতে

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর মারুফ কাজের হুকুম দাও, জাহেল লোকদের থেকে দূরে থাক।

অধীনস্ত লোকের কৃত অপরাধ ও তাদের উপর মালিক কর্তৃক আরোপিত শাস্তি আল্লাহ্ তায়ালা বিচারের দিন পরিমাপ করবেন। যদি উভয়ের কাজ সমান সমান হয় তবে কারো নিকট থেকে কোন নেকী নেয়া হবে না। অথবা কাউকে কোন পাপ ও দেয়া হবে না কিন্তু যদি অপরাধের চেয়ে শাস্তি বেশী হয়ে যায় তবে তার বিনিময় উর্ধতনের কাছ থেকে আদায় করে অধীনস্তকে দেয়া হবে।

তাই শাস্তি দেয়ার চেয়ে মাফ করে দেয়া নিরাপদ। আখেরাতে এটা কাজে লাগবে।

ছোট বড় সব আমল রেকর্ড হচ্ছে

ফিরিশতা (সম্মানিত লেখকবৃন্দ) সকল আমলই রেকর্ড করছে। আমলনামা পেশ করার সময় দেখা যাবে যে ছোট বড় সব ধরনের কাজই রেকর্ড করা হয়েছে। মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে যে কি ধরনের কিতাব?

مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا

এটা কেমন কিতাব আমাদের ছোট বড় কোন কাজই এমন নেই যা আমল নামায় লেখা হয় নি। (কাহাফ-৪৯)

সাবধান হবার সময় এখনই। সাবধানতা মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। ধরা খেতে হয় বা হবে এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আখেরাতের প্রস্তুতি এভাবেই গ্রহণ করতে হবে। জাহান্নামীদেরকে আল্লাহ ধমক দিয়ে বলবেন

اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُوْنِ

লাঞ্ছনার মধ্যেই পড়ে থাক, আমার সাথে আর কোন কথা বলবে না। (মুমিনুন-১০৮)

দৌড়াও আল্লাহর দিকে

সময় নেই, যে কোন সময় মালাকুল মওত এসে যেতে পারে। প্রস্তুতি নেয়ার সময় খুবই কম। তাই হেঁটে হেঁটে চলার সময় নেই। এখন দৌড়ানোর সময়। আল্লাহর পথে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে চলতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ

দৌড়াও আল্লাহর দিকে। (যারিয়াত-৫০)

সুরা যুমার- এর ৪২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

তিনি তো আল্লাহই, যিনি মৃত্যুর সময় রুহ্ গুলোকে কবজ করেন, আর যারা এখানো মরে নাই নিদ্রার সময় তাদের রুহগুলো কবজ করে নেন। পরে যার উপর মৃত্যুর ফায়সালা কার্যকর করেন তার রুহ আটক করে রাখেন এবং অন্যদের রুহকে একটা নিদিষ্টি সময়ের জন্য ফেরৎ দেন। এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ ইচ্ছা করলে ঘুমানোর সময় রুহ নিয়ে নেয়ার পর আর ফেরৎ নাও দিতে

পারেন। ফেরৎ না দিলে কিসসা খতম! তাই ঘুমানোর সময় এই মনে করে ঘুমানো উচিৎ আল্লাহর নামে ঘুমালাম- এ ঘুম দুনিয়ার জীবনের শেষ ঘুম হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তুমি মাফ করে দিও-তোমার রহমাত দ্বারা তোমার জান্নাতে আমাকে স্থান দিও।

সূরা হাদীদের ২০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ

তোমাদের রবের মাগফিরাতের দিকে প্রতিযোগিতা করে দৌড়াও। (হাদীদ-২০)

আখেরাতের প্রস্তুতির এটাই নিয়ম যে ঘটনার সংগে সংগে মাফ চেয়ে নেয়া। কারণ পরবর্তীতে মাফ চাওয়ার সুযোগ নাও হতে পারে। মানুষ ভুল করবে, ভূল করা স্বাভাবিক। তবে ভুলের কাফফারা ও সংশোধন যত দ্রুত হয় ততই মঙ্গল।

আল্লাহ তায়ালার ভাষায় 'সাবেকু' প্রতিযোগিতা মূলক দৌড়ানোর কথা বলা হয়েছে। অন্যের আগে আমি মাফ চেয়ে নিতে পারি এ বিষয়টা বেশী খেয়াল রাখতে হবে।

কারো সাথে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ রাখা যায়েজ নেই। দুই ব্যক্তির মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম সালাম দিয়ে কথা বার্তা চালু করবেন তিনি জান্নাতে যাওয়ার প্রথম হকদার হবেন ও গর্ব অহংকার থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। "প্রথম সালাম চালুকারী অহংকার মুক্ত"- আল হাদীস।

বুকের খবর আল্লাহ রাখেন

মানুষ যা কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তার খবর তো রাখেনই, এমন কি বুকের মধ্যে কি চিন্তা করে তারও তিনি খবর রাখেন। সকল কাজ বুকের মধ্যের চিন্তা তথা নিয়াত দ্বারাই বিচার করা হবে। হাদীসের প্রায় সকল কেতাবই নিয়াতের কথা সর্ব প্রথমে আলোচনায় এনেছেন-

اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .

নিয়াত দ্বারাই সকল কাজের বিচার হবে। সব সময় ভাল চিন্তা আখেরাতের কল্যাণ বয়ে আনে। সুরা হুজুরাতে অনেক বেশী চিন্তা করা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। বেশী ধারনা করলে গুনাহ হবার আশংকা বেশী থাকে।

يَااَيُّهَا لَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًامِّنَ الظَّنِّ

হে ঈমানদার লোকেরা বেশী বেশী ধারনা থেকে দূরে থাক। (হুজুরাত-১২)

মৃত্যু থেকে পালাতে পারবে না। সুরা জুমআ ৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَقِيْكُمْ ثُمَّ تَرَدُّوْنَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

হে রাসূল তাদেরকে বল যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাও, সে তোমাদেরকে অবশ্যই ধরবে। অত:পর তোমরা সেই মহান সত্তার নিকট উপস্থিত হবে যিনি গোপন প্রকাশ্য সব জানেন (জুমআ-৮)। সূরা নেসার ৭৮ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ–

যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের কাছে পৌঁছবেই। যদিও তোমরা কোন সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যে থাক। (নেসা-৭৮)

অতএব, আখেরাতের প্রস্তুতি হবে যদি মৃত্যুকে গ্রহণ করার জন্য তৈরী থাকা যায়।

ওয়ারিশদের আগেই ওসিয়ত করুন

কোন ওয়ারিশের হক নষ্ট করে গেলে আল্লাহ্ পাক তার জান্নাতের হক নষ্ট করে দিবেন। তাই আখেরাতের প্রস্তুতি হিসেবেই যারা যারা ওয়ারিশ আছে বা হবে তাদের সম্পর্কে চুড়ান্ত কথা বলে দিতে হবে।

(১) আমার যে সব সম্পদ আছে তার এক তৃতীয়াংশের বেশী নয় এমন পরিমাণ সম্পদ দান করার সুযোগ কাজে লাগানো। দুঃস্থকে, ইসলামী আন্দোলনকে ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানকে ভাগ নির্ধারণ করে দিতে হবে। যাতে আখেরাতে যাবার পরও নেকী চলতে থাকে।

(২) অবশিষ্ট সকল সম্পদ কুরআন ও সুন্নাহর নিয়ম অনুযায়ী ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টিত হবে। কেউ কোন ভুল কাজ করে থাকলে তা সংশোধন করে ইসলামী বিধান অনুযায়ী সম্পদ বন্টিত হবে।

(৩) সম্পদে বঞ্চিত লোকের হক আছে। তাই যার কাছে যা ভাগে যাবে সেসব সম্পদ থেকেও যাতে বঞ্চিত লোকেরা কিছু হলেও পায় তার ওসিয়ত করে যেতে হবে।

ঋণ থেকে সাবধান

চলার পথে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মানুষ ধার করে থাকে। ঋণ শোধ না করলে জান্নাতের রাস্তা বন্ধ। আখেরাত একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে ঋণের কারণে। ঋণ যে কত বড় বোঝা এবং ঝুঁকিপূর্ণ জিনিস অনেকে তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। ঋণকে অত্যন্ত হালকা ভাবে দেখে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এসে হাজির হয় কিন্তু ঋণ পরিশোধ হয় না। একজন ঈমানদারের এরকম হওয়া উচিত নয়।

হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী "ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।" আখেরাতে প্রস্তুতি নেয়ার একটি উপায় মৃত্যুর সময় জানাযার লোকজন যখন নামাযে দাঁড়ায় তার পূর্বে তিনটি ঘোষনা দেয়ার মাধ্যমে। (১) কেউ ঋন দিয়ে থাকলে মাফ চাওয়া (২) আচার ব্যবহারে কষ্ট পেলে মাফ চাওয়া (৩) মাইয়েতের জন্য দোয়া চাওয়া।

আখেরাতে প্রথম ঘাঁটি কবর

কবর হচ্ছে প্রথম ঘাঁটি। এখানে প্রস্তুতি সহ না আসলে যে দৃশ্য দেখা যাবে তা মনে রাখতে হবে।

(১) প্রথমেই কবরের চতুর্দিকের মাটি চেপে ধরবে। দু পাজরের হাড্ডিগুলো এ পাশ থেকে ও পাশ চলে যাবে। মৃত ব্যক্তি এত জোরে চীৎকার করবে জিন ও মানুষ জাতি ছাড়া সকলেই শুনতে পাবে। জীবিত মানুষ এ চীৎকার শুনতে পেলে আর কখনও কোন লাশকে কবরে রাখত না।

(২) কবরে ৯৯ টি সাপ থাকবে যার বিষাক্ত হওয়া সম্পর্কে কল্পনা করা যায় না। অনবরত সেই মৃত ব্যক্তিকে দংশন করতে থাকবে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে ঐ ৯৯ সাপের কোন একটি সাপও যদি দুনিয়াতে একবার নিঃস্বাস ফেলতে পারত তাহলে পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত কোন সবুজ ঘাষ উৎপন্ন হতে পারত না। কি রকম বিষাক্ত সাপ হলে এ দৃশ্য চিন্তা করা যায় একটু ভেবে নিয়েই আখেরাতের প্রস্তুতি চালাতে হবে।

(৩) একটি দৃশ্য কল্পনা করুন। একজন ফিরিশতা চোখে দেখেনা, কানে শুনে না তার হাতে একটা লোহার হাতুড়ি। সেই হাতুড়ি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে অনবরত আঘাত করতে থাকবে। তার মুখ চোখ থেকে শুরু করে সকল অঙ্গে পিটাতে

থাকবে। দারুণ চীৎকারও তাঁর কানে পৌঁছবে না বধির হবার কারণে। রক্তের ফিনকি ছুটবে দেখতে পাবেনা। দয়ামায়া কিছুই সেদিন থাকবে না। অনবরত মার খেতে খেতে শেষ হয়ে যাবে। আবার শেষ হতেও দেয়া হবে না। উদাহরণ হিসেবে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَوْ ضُرِبَ بِهَا الْجِبَالُ لَصَارَ تُرَابًا

সেই হাতুড়ি দিয়ে যদি কোন পাহাড়কেও আঘাত করা হয় তাহলে সেই পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এসব কারণেই রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাজে কবরের আজাব থেকে পানাহ চাইতেন।

কবরস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করুন

اَلْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ كَالْغَرِيْقِ فِى الْبَحْرِ

কবরে মৃত ব্যক্তি নদীতে ডুবন্ত ব্যক্তির মত। একজন লোক নদীতে ডুবতে থাকলে তার দশা যত করুণ কবরে রাখা ব্যক্তির অবস্থা তার চেয়েও করুণ।

ডুবন্ত ব্যক্তি চীৎকার করতে থাকে আমাকে বাঁচাও আমার সাহায্যের জন্য কিছু পাঠাও। খড়কুটা যা পায় ডুবন্ত ব্যক্তি বাঁচার আশায় তাই ধরতে চেষ্টা করে। তার চীৎকার কেউ শুনলে দয়া করে তার কাছে কিছু পাঠালে সে বাঁচতে পারে। কিন্তু কবরের চীৎকার কারো কানে আসে না। অবশ্য যারা ঈমানদার, আখেরাতের চেতনা যাদের জীবনে প্রতিফলিত তারা সে আওয়াজ অন্তরের কানে শুনতে পায় আর কবরস্থ ব্যক্তির জন্য দোয়া করে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ....

আল্লাহ তাকে মাফ করো, তার প্রতি করুনা করো, তাকে নিরাপদ রাখো এবং তাকে ক্ষমা করো ...। এ দোয়া পরিবারের আপনজনকে শিখাতে হবে।

নেকীর ছিদ্র বন্ধ করুন

আল্লাহর হুকুম মেনে চললে হয় নেকী, আর আল্লাহর হুকুম লংঘন করলে হয় গুনাহ। প্রতিটি মানুষের জীবনে গুনাহ থাকা স্বাভাবিক। তবে অনুশোচনাসহ তওবা করে গুনাহ মাফ করে নিতে হবে। কিছু গুনাহ এমন আছে যা দুনিয়াতে

সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে জড়িত। এখানে জীবিত থাকতেই সমাধা করে যেতে হবে। নইলে আখেরাতের নেকী কাটা পড়বে এবং অন্যের গুনাহ্ যোগ হয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। এ যেন সেই ব্যক্তির মত যে বহু কষ্ট করে কলসী ভর্তি পানি মাথায় বহন করে বাড়ীতে নিয়ে গেল। কিন্তু বাড়ীতে নিয়ে কলসী ছিদ্র করে দিল। ফলে তার জমানো পানি সব ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন' আমার উন্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত কাংগাল যে কিয়ামতের দিন সালাত, সওম ও যাকাতসহ আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, সেই সাথে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়ে থাকবে, কাউকে মিথ্যা আপবাদ দিয়ে থাকবে, কারো মাল অন্যায় ভাবে ভক্ষন করে থাকবে, কাউকে হত্যা করে থাকবে। অথবা কাউকে অন্যায় ভাবে প্রহার করে থাকবে। ফলে এসব মজলুমদের মধ্যে তার সব নেকী গুলো বন্টন করে দেয়া হবে। যদি পাওনা পরিশোধের পূর্বেই তার সব নেকী শেষ হয়ে যায় তা'হলে তাদের পাপ সমূহ তার ভাগে ফেলে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম- আবু হুরায়রা রাঃ)

আল্লাহ আমাদের সকলকে এ অবস্থা থেকে হেফাজত করুন- আমীন ॥

বেশী বেশী বলতে থাকুন ঃ

০ আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লে যাম্বিও ওয়া আতুবো ইলায়হে

(অর্থ ঃ- হে আল্লাহ তোমার কাছে মাফ চাই সমস্ত গুনাহ্ থেকে, তোমার কাছেই তওবা করছি।)

০ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

(অর্থ ঃ- আল্লাহ ছাড়া কোন হুকুম কর্তা নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।)

০ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার

(অর্থ ঃ- আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোন হুকুম কর্তা নেই, আল্লাহ মহান।)

০ লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ

(অর্থ ঃ- আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কোন শক্তি নেই।)

০ আসহাদু আনলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকালাহু অআসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

(অর্থ ঃ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন হুকুমকর্তা নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার রাসূল।)

০ আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদ অ আলা আলে মুহাম্মাদ ... মাজিদ

(অর্থ ঃ- হে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ও তার পরিবারের প্রতি রহম করো ...।)

০ রাজিতু বিল্লাহে রাব্বাও অবিল ইসলামে দ্বীনান অ বি মুহাম্মাদিন রাসূলা

(অর্থ ঃ- আমি সন্তুষ্ট আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে পেয়ে।)

০ সুবহানাল্লাহে অ বেহামদেহী সুবহানাল্লাহিল আজিম

(অর্থ ঃ- আল্লাহ পবিত্র এবং তারই প্রশংসা আল্লাহই মহান পবিত্র।)

০ আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরেকা ওয়া শুকরেকা ওয়া হুসনে ইবাদাতেকা

(অর্থ ঃ- হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করো তোমার যিকির করতে, তোমার শুকরিয়া আদায় করতে এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করতে।)

০ ইহা হাইউ, ইয়া কাইউম বেরাহমাতিকা নাসতাগিস,

(অর্থ ঃ- হে চিরজীবি চিরস্থায়ী তোমার রহমাত দ্বারা আমাদেরকে সিক্ত করো।)

০ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন, তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফো আন্নি

(অর্থ ঃ- হে আল্লাহ নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে তুমি ভালবাস, অতএব আমাকে ক্ষমা করো।)

০ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু অ লাহুল হামদু অহুয়া আলাকুল্লি সাইয়িন কাদির

(অর্থ ঃ- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোন শরিক নেই, তারই রাজত্ব, তারই প্রশংসা, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।)

০ আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ার হামনী অহদেনী অফেনী অরজুকনী।

(অর্থ ঃ- হে আল্লাহ আমাকে মাফ করো, রহম করো, হিদায়াত করো, নিরাপত্তা দাও, রিজিক দাও।)

০ রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগিরা।

অর্থঃ হে প্রভু! আমার পিতামাতার প্রতি রহম কর যেমন তারা আমার প্রতিপালনে আমার প্রতি রহম করেছে।

০ আল্লাহুম্মাকফিনী বেহালালিকা আন হারামিকা অআগনিনী বে ফাজলিকা।

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! আমাকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে হালাল জীবিকা যথেষ্ট করো তোমার অনুগ্রহ দ্বারা ধনী করো।)

০ রব্বানা অআতিনা মা অআদতানা আলা রাসুলিকা অলা তুখযিনা ইয়াওমাল কিয়ামাতি, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ।

অর্থ হে আমাদের রব, তোমার রাসুলের প্রতি যে ওয়াদা করেছ তা আমাদেরকে দাও, কিয়ামতের কঠিন দিনে আমাদেরকে লাঞ্চিত করো না, নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভংঙ্গকারী নও।

০ আল্লাম্মাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া অলিল মু'মেনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মোমিনদেরকে হিসাব প্রতিষ্ঠার দিন মাফ করে দিও।

০ ইয়া রাফিকিল আ'লা, আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী

অর্থ ঃ- হে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, আমাকে মাফ করো।

সমাপ্ত

নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মোমিনের পাল্লায়
সুন্দর আচরণ সবচেয়ে বেশী ভারী হবে-
(তিরমিযী)

লেখকের অন্যান্য বই

- জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস
- সহজ কথায় ইসলামী আন্দোলন
- ওশর, আল্লাহর দেয়া একটি ফরজ
- নির্বাচিত হাজার হাদীস
- কারাগার থেকে আদালতে
- আরব ভূখন্ডে কিছুক্ষণ
- ইউরোপে এক মাস
- আল্লাহর পথে খরচ
- ইসলামী আচরণ

আল ইসলাহ প্রকাশনী